(৪৫)

দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ AUG. 12-2006
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান, রমরমা বাণিজ্য!

মোশতাক আহমেদ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বৈতনীতির কারণে কালো তালিকাভুক্ত হয়েও অনুমোদনহীন দেশের অর্ধশতাধিক বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখা খুলে শিক্ষাবাণিজ্য করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মুখে মুখে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মঞ্জুরি কমিশনকে মাঝে মধ্যে ব্যবস্থা নিতে বললেও মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুমোদন না করায় কমিশন কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কয়েকদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার নির্দেশ দিলেও কমিশন এখনও সে কাজ শুরুই করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এসব প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, যথেচ্ছ পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। কিন্তু নীতিমালার অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। সূত্র মতে, বেশ কয়েক বছর ধরেই উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শাখা-প্রশাখা সরকারের বিনা অনুমতিতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগেরই কোন মান নেই। নানা ধরনের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। এতে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট পেলেও প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী বাইরের কোন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালাতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি নিতে হয়। দিতে হয় ট্যাক্স। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন রকম নিয়মনীতি ছাড়াই কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে আসছে। আর শিক্ষার্থীরাও চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে শুধুমাত্র নামের ওপরই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। এতে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা হচ্ছে রীতিমতো প্রতারিত।

রাজধানীতে বিভিন্ন জায়গায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামসর্বস্ব সাইনবোর্ড দেখা যায়। উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে মঞ্জুরি কমিশনকে তদন্তের আহ্বান জানায়। সার্কুলারে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যাপারেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানানো হয়। এরপর থেকেই এই ধরনের কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং এগুলোর অবস্থা কি তা দেখভাল শুরু করে মঞ্জুরি কমিশন। কমিশন এ রকম অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। যার সিংহভাগই ঢাকায় পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার নাম ভাঙ্গানো হচ্ছে। যাদের মধ্যে আইন, বিবিএ-এমবিএ এবং কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানোর কথা বলা হয়। কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মঞ্জুরি কমিশনকে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারণেই কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ মঞ্জুরি কমিশন এদের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবস্থা নেয়া যায় সে জন্য একটি নীতিমালা করে বেশ আগেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও অদৃশ্য কারণে মন্ত্রণালয়ই নীতিমালা অনুমোদন না করায় কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না কমিশন। "সাপ হয়ে দংশন করো, ওঝা হয়ে ঝাড়ো" শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই দ্বৈতনীতিই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে। মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেছেন, এসব প্রতিষ্ঠান মূলত সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। তারা যথেচ্ছ কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও নীতিমালার অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। তাঁর ভাষায় শিক্ষা নিয়ে এ রকম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। অনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে পারে না। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক জনকণ্ঠকে বলেছিলেন, আইনের আওতায় এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশনের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নয়া আইনটি এক বছরেও পাস হয়নি। যেখানে এসব বিদেশী শাখা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবস্থা নেয়া যায় তা বলা আছে।

নীতিমালার অভাবে মঞ্জুরি কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারছে না